ফাইন্যান্সিয়াল ইনক্লুশন ডিপার্টমেন্ট
বাংলাদেশ ব্যাংক

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় খোলা বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন

১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় খোলা ব্যাংক হিসাব, স্কুল ব্যাংকিং হিসাব এবং পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংক হিসাব

ডিসেম্বর, ২০১৮

আর্থিক অন্তর্ভুক্তির আওতায় খোলা বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবসমূহের ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।

অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি অর্জনের লক্ষ্যে সরকারের সকল উন্নয়ন পরিকল্পনার সাথে সামঞ্জস্য রেখে সমাজের সর্বস্তরে আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকরণ নিশ্চিত করার জন্য ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ ব্যাংক নানাবিধ পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। এরই অংশ হিসেবে কৃষকের হিসাবসহ সরকারের বিভিন্ন সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির অর্থ বিতরণ, মুক্তিযোদ্ধাদের জন্য বিশেষ হিসাব, ক্ষুদ্র জীবন বীমা গ্রহীতা, পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোর ও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের জন্য ব্যাংক হিসাব খুলতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ও বিশেষায়িত ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে। এছাড়াও সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির ভাতাভোগী, মুক্তিযোদ্ধা, অতি-দরিদ্র মহিলা উপকারভোগী, পোশাকশিল্পে কর্মরত শ্রমিক, সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্নতা কর্মী, পাদুকা ও চামড়াজাত পণ্য প্রস্তুতকারী ক্ষুদ্র কারখানার কারিগর, প্রতিবন্ধী, পূর্বতন ছিটমহলবাসীসহ সমাজের বিভিন্ন পর্যায়ের প্রান্তিক জনগোষ্ঠী, আইলা দুর্গত ব্যক্তি, দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সমাজের সুবিধা বঞ্চিত এবং আর্থিক সেবা বহির্ভূত সকল জনগোষ্ঠীকে ১০ টাকা, ৫০ টাকা এবং ১০০ টাকা জমাকরণের মাধ্যমে তফসিলি ব্যাংকসমূহের সহযোগিতায় ব্যাংক হিসাব খোলার বিশেষ কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়েছে। গ্রামাঞ্চলে শাখা খুলতে তফসিলি ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান, কৃষি ও এসএমই খাতে সহজ শর্তে স্বল্প সুদে ঋণের যোগান নিশ্চিতকরণ, প্রত্যন্ত অঞ্চলে ব্যাংকিং সুবিধা প্রদানের জন্য এজেন্ট ব্যাংকিং ও মোবাইল ব্যাংকিং ব্যবস্থা চালু- এ সকল কার্যক্রম দেশের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর আর্থিক অর্ন্তভুক্তি নিশ্চিতকরণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অংশ হিসেবে মাত্র ১০ টাকায় কৃষকের হিসাব খুলতে বাংলাদেশ ব্যাংক সর্বপ্রথম ২০১০ সালের ১৭ জানুয়ারি তফসিলি ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে। বর্তমানে সরকারের দেয়া ভর্তুকি জমা ছাড়াও স্বাভাবিক ব্যাংকিং কার্যক্রমে দশ টাকায় খোলা কৃষকের হিসাবের মাধ্যমে কৃষি ঋণ বিতরণ করা হচ্ছে। বিশেষ সুবিধাযুক্ত এসব হিসাবে সাধারণ ব্যাংক হিসাবের মতো অভ্যন্তরীণ ও দেশের বাইরের রেমিট্যান্স পাঠানো ও অর্থ স্থানান্তরের সুযোগ রয়েছে। এ সকল হিসাবে ন্যূনতম স্থিতি রাখার কোনো বাধ্যবাধকতা নেই এবং গ্রাহক পর্যায়ে ব্যাংককে কোন চার্জ/ফি প্রদান করতে হয় না। আর্থিক সেবাবঞ্চিত এসব তৃণমূল জনগোষ্ঠীকে প্রাতিষ্ঠানিক আর্থিক সেবাভুক্তির আওতায় নিয়ে আসার লক্ষ্যে ১০ টাকার হিসাবধারী ক্ষুদ্র/প্রান্তিক/ভূমিহীন কৃষকসহ প্রাকৃতিক দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্ত নিম্ন আয়ের পেশাজীবী এবং প্রান্তিক/ ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের আয় উৎসারী কর্মকান্ডকে বিস্তৃত করা এবং হিসাবসমূহ সচল রাখার মাধ্যমে গ্রামীণ অর্থনৈতিক কর্মকান্ডকে অধিকতর গতিশীল করার উদ্দেশ্যে তাদেরকে সহজতর শর্তে ঋণ প্রদানের জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব উৎস থেকে ২০০ কোটি টাকার একটি আবর্তনশীল পুনঃঅর্থায়ন তহবিল গঠন করা হয়েছে। এ তহবিলের আওতায় ব্যাংকগুলো সরাসরি এবং এমএফআই লিংকেজের মাধ্যমে ঋণ বিতরণ করতে পারবে। উক্ত তহবিল হতে একজন গ্রাহক এককভাবে সর্বোচ্চ ৫০ হাজার এবং দলগতভাবে ৫ লক্ষ টাকা ঋণ গ্রহণ করতে পারে। গ্রাহক পর্যায়ে এ ঋণের সর্বোচ্চ সুদ হার ৯.৫% যা ক্রমহ্রাসমান স্থিতির ভিত্তিতে নির্ধারিত হয়।

দেশের আর্থিক অন্তর্ভুক্তির সামগ্রিক চিত্র পর্যালোচনা করা এবং ব্যাংকগুলো কর্তৃক প্রেরিত বিবরণীতে অভিন্নতা বজায় রাখা, নির্ভুল তথ্য প্রাপ্তি নিশ্চিত করার লক্ষ্যে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জারিকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-৩ অনুযায়ী সংযোজিত ফরমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবের বিবরণীসমূহ সমন্বিত আকারে ''আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের আওতায় ১০, ৫০ ও ১০০ টাকার ব্যাংক হিসাবের অগ্রগতি বিবরণী'' শিরোনামে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে অত্র বিভাগে প্রেরণের জন্য ব্যাংকগুলোকে নির্দেশনা প্রদান করা হয়। পরবর্তীতে ০৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে এফআইডি সার্কুলার নং-০২ এর মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের বিশদ তথ্য সংগ্রহে অপর একটি ফরম্যাট চালু করা হয়। উক্ত সার্কুলারসমূহের নির্দেশনানুযায়ী তফসিলি ব্যাংকসমূহ তাদের আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের বিবরণ নির্ধারিত ফরম্যাটে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে বিভাগে প্রেরণ করে আসছে। তৎপ্রেক্ষিতে ব্যাংকসমূহ কর্তৃক প্রেরিত তথ্যের আলোকে ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ ভিত্তিক বিভিন্ন শ্রেণীর হিসাবসমূহের হালনাগাদ তথ্য পর্যায়ক্রমে তুলে ধরা হলো।

১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকার হিসাবের তথ্যঃ

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় ব্যাংকসমূহে **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** তারিখ পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংক কর্তৃক বিভিন্ন খাতে সর্বমোট **১৯,০২৩,৭৪৮** টি বিশেষ সুবিধাযুক্ত ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলোঃ-

(কোটি টাকায়)

ক্রমিক নং	হিসাব খোলার খাত	হিসাবের বিস্তারিত তথ্যাদি		সরকারি ভর্তুকী/ বেতন জমার কাজে ব্যবহৃত হিসাব		১০ টাকার হিসাবে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে ২০০ কোটি টাকার পুন: অর্থায়নকৃত ঋণ/ অন্যান্য ঋণ		বৈদেশিক রেমিটেন্স জমা	
		খাতওয়ারি মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জীভূত জমার মোট পরিমাণ	হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জীভূত জমার মোট পরিমাণ	হিসাব সংখ্যা	ঋণ বিতরণের পরিমাণ	হিসাব সংখ্যা	রেমিটেন্সের পরিমাণ
১	কৃষক	৯,৮৮৬,৮৪৭	৩০৩.৩৭	২,০৭৩,১৫৩	৬১.২১	৪৩,৯১১	১২৫.৭৯	২৬,৭৪৯	১২৯.৯৪
২	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২,৬০৮,৪৮৪	৩৪৬.১৪	৭৮০,৭৪৯	২৮৩.২২	৩,৯৫২	৮.৯৬	১,৪০২	২.৯৪
৩	মুক্তিযোদ্ধা	২০৮,৭৩১	২৫৪.৪৩	৯৭,৯১৫	৬৮.০৯	৯,৩৩০	১৭৮.৬৭	২৩০	১.০৫
৪	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচীর আওতায় ভাতাভোগী	৫,০৯২,৪৫৩	৫৩৭.৬৬	১,৬৯১,৭২৯	৩৬৬.০৭	৫,১০৮	৩.৪৩	২,৫৫৩	১.৭১
৫	ফুড ও লাইভলিহুড সিকিউরিটি প্রকল্প	৬২,৯৩৭	১.৪৫	১১,৩০৫	০.৩৭	৬	০.০৩	২৪	০.০৬
৬	ধর্ম বিষয়ক মন্ত্রণালয় হতে দু:স্থ পুনর্বাসনের লক্ষ্যে অনুদানের উপকারভোগী	১,৪২৫	০.১৬	২১২	০.১২	০	০.০০	৪২	০.১৪
৭	সিটি কর্পোরেশনের পরিচ্ছন্ন শ্রমিক	১০,০৫২	০.৬৮	৫	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
৮	তৈরী পোশাক শিল্পে কর্মরত শ্রমিক	২৮৩,৪৭৪	১৩৪.৫২	২৮,৭১৭	২.৮৮	২৭	০.০৫	৭৭	০.০২
৯	এলএসবিপিসি প্রকল্পভুক্ত কারিগর	৪,২৯৩	২.৩৪	৫৪	০.০০	০	০.০০	০	০.০০
১০	ন্যাশনাল সার্ভিস কর্মসূচীর সুবিধাভোগী	৪৭,৫৫০	১১২.৩৫	১৩,৬৭২	৮১.৫৮	০	০.০০	০	০.০০
১১	ক্ষুদ্র জীবন বীমা পলিসি গ্রহীতা	১১৬,৮১৭	১৭.৬৩	৪,৬০৭	১.৭৯	০	০.০০	৪৪১	১.৭২
১২	দৃষ্টি প্রতিবন্ধীসহ সকল প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য ব্যাংকিং সেবা	১৯৩,৮৬৩	২৫.২১	৯০,৩১৭	২৬.৩৩	০	০.০০	৪৫	০.০৫
১৩	অন্যান্য	৫০৬,৮২২	৫৬.৭৯	৮৫,৭৭৮	৩.১০	২,৮৮৩	০.০০	৬৪	০.২৯
সর্বমোট		১৯,০২৩,৭৪৮	১,৭৯২.৭৩	৪,৮৭৮,২১৩	৮৯৪.৭৭	৬৫,২১৭	৩২৯.৮৯	৩১,৬২৮	১৩৭.৯৩

ছক-১: ১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে খোলা ব্যাংক হিসাবের তথ্য।

- **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন ব্যাংকে কৃষকের হিসাবসহ ১০ টাকা, ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় খোলা বিভিন্ন খাতওয়ারি ব্যাংক হিসাবের তুলনামূলক তথ্য চিত্র।

খাতের নাম	পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা
কৃষক	৯,৮৮৬,৮৪৭
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচী	৫,০৯২,৪৫৩
অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	২,৬০৮,৪৮৪
মুক্তিযোদ্ধা	২০৮,৭৩১
অন্যান্য	১,২২৭,২৩৩
মোট	১৯,০২৩,৭৪৮

ছক -২ ঃ বিশেষসুবিধাযুক্ত হিসাবসমূহের মূল খাতসমূহের তথ্য

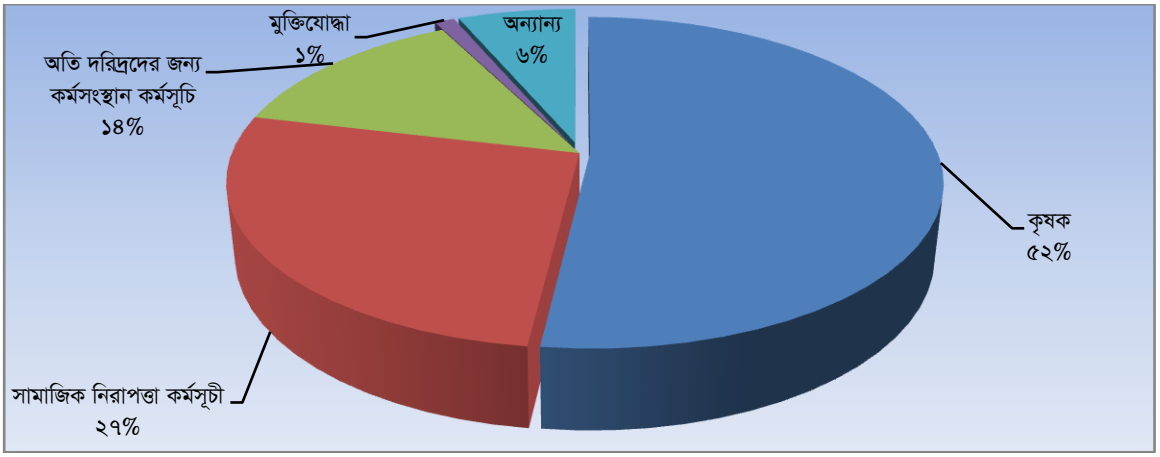

চিত্র-১ ঃ বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাবসমূহের মূলখাতসমূহের তুলনামূলক চিত্র

কৃষকদের ১০ (দশ) টাকার হিসাব

ছক-১ এর তথ্য অনুযায়ী, আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচিতে ব্যাংক হিসাব খোলা কার্যক্রমের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে কৃষকদের অন্তর্ভুক্তি। **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** তারিখ পর্যন্ত বিভিন্ন খাতে খোলা বিশেষ হিসাবসমূহের মধ্যে মোট **৫২%** হিসাব কৃষকদের। এসব হিসাবে মোট পুঞ্জীভূত জমার পরিমাণ ৩০৩.৩৭ কোটি টাকা। কৃষি কর্মকান্ডে সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে সরকার প্রদত্ত বিভিন্ন ভর্তুকী প্রদানসহ অন্যান্য ব্যাংকিং সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে কৃষকদের হিসাব খোলা হয়। সরকারি ভর্তুকী প্রাপ্ত এমন হিসাব সংখ্যা ২,০৭৩,১৫৩টি এবং এসব হিসাবে জমার পরিমান ৬১.২১ কোটি টাকা। অন্যদিকে, ১০ টাকার কৃষকের হিসাবের মধ্যে ৪৩,৯১১টি হিসাবের মাধ্যমে উপকারভোগীদের মাঝে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব ২০০ কোটি টাকার তহবিল হতে পুন:অর্থায়নকৃত ঋণ/অন্যান্য ঋণ বিতরণ করা হয়েছে যার পরিমান ১২৫.৭৯ কোটি টাকা।

ডিসেম্বর, ২০১৭ হতে ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত পাঁচ ত্রৈমাসিকে কৃষকের হিসাবের তুলনামূলক তথ্য নিম্নরূপ:

ত্রৈমাসিক	পুঞ্জীভুত হিসাব
ডিসেম্বর, ২০১৭	৯২,৩৭,৯৯০
মার্চ, ২০১৮	৯২,২২,৫৬০
জুন, ২০১৮	৯৩,১৭,৫৫৭
সেপ্টেম্বর,২০১৮	৯৯,৬৫,৮৩৬
ডিসেম্বর, ২০১৮	৯৮,৮৬,৮৪৭

ছক-৩ ঃ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে কৃষকের ব্যাংক হিসাবের অগ্রগতির সংখ্যা

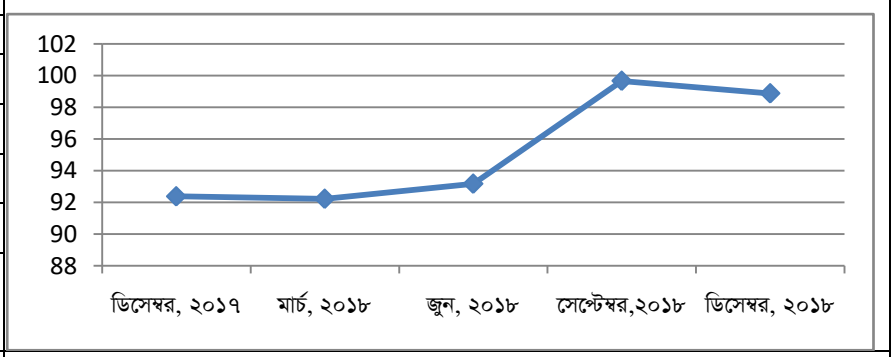

চিত্র-২ ঃ কৃষকের ব্যাংক হিসাবের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির চিত্র

কৃষকদের ১০ টাকায় খোলা হিসাব কার্যক্রমে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৭ তারিখ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা ছিল প্রায় ৯২.৩৮ লক্ষ এবং ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত কৃষকের ১০ টাকার হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৯৮.৮৭ লক্ষ। অর্থাৎ একবছরে কৃষকের হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে প্রায় ৬.৪৯ লক্ষ। এক বছরে বৃদ্ধির হার ৭.০২%। বিগত ত্রৈমাসিকের তুলনায় চলতি ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা হ্রাস পেয়েছে ০.৭৯%।

১০ (দশ) টাকার কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য হিসাব

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কর্মসূচির আওতায় কৃষকের খোলা ব্যাংক হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন শ্রেণির হিসাব সংখ্যা মোট হিসাবের প্রায় ৪৮%। সরকারি বিভিন্ন কর্মসূচির আওতায় বিভিন্ন ভাতা ও বেতন প্রদান ছাড়াও আর্থিক সেবার আওতা বৃদ্ধির জন্য এ সকল হিসাব খোলা হয়েছে। **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** পর্যন্ত কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন খাতে খোলা মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা ৯,১৩৬,৯০১। এর মধ্যে সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক (০৬টি) ও বিশেষায়িত (০২টি) মোট ৮টি ব্যাংকে **৩১ ডিসেম্বর ২০১৮** পর্যন্ত কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন খাতে সর্বমোট **৮,৭৯১,৫৬৩টি** ব্যাংক হিসাব খোলা হয়েছে যার বিস্তারিত বিবরণ নিম্নে উপস্থাপিত হলো:

কৃষকের হিসাব ব্যতীত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা
(৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ তারিখ পর্যন্ত)

ব্যাংকের নাম	সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী	অতি দরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচি	মুক্তিযোদ্ধা	অন্যান্য ১০/- টাকার হিসাব	মোট
সোনালী ব্যাংক লি.	২,৩২১,৩১৯	৬৪২,০৮৪	১৯০,৮৩৩	৩৫২,৯৬৯	৩,৫০৭,২০৫
অগ্রণী ব্যাংক লি.	৭৮৬,২৪৫	৪৭০,৩০৪	৮,০৫৯	৩৯৬,০৯৮	১,৬৬০,৭০৬
জনতা ব্যাংক লি.	৭৮৫,৫২০	৩৩৫,৯৫০	১,৫৭৮	৫৪,১২৮	১,১৭৭,১৭৬
রূপালী ব্যাংক লি.	৩,৩২৫	১৮৯,২৩২	২,৭৩০	২৩,৫০৫	২১৮,৭৯২
বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি.	৫৩০	৫১৯	১	৭৬	১,১২৬
বেসিক ব্যাংক লি.	০	০	৮৬	৪,২৪৬	৪,৩৩২
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	৭৮৬,৫০১	৫৭৫,৪১৩	২,৬৭০	৫৫,৪৭২	১,৪২০,০৫৬
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৩৭৮,৮০৭	৩৬৫,৬৫২	১৮৩	৫৭,৫২৮	৮০২,১৭০
মোট	**৫,০৬২,২৪৭**	**২,৫৭৯,১৫৪**	**২০৬,১৪০**	**৯৪৪,০২২**	**৮,৭৯১,৫৬৩**

ছক-৪: কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন খাতে ডিসেম্বর'১৮ ত্রৈমাসিকে সরকারি মালিকানাধীন ০৮টি ব্যাংকে খোলা মোট ব্যাংক হিসাব

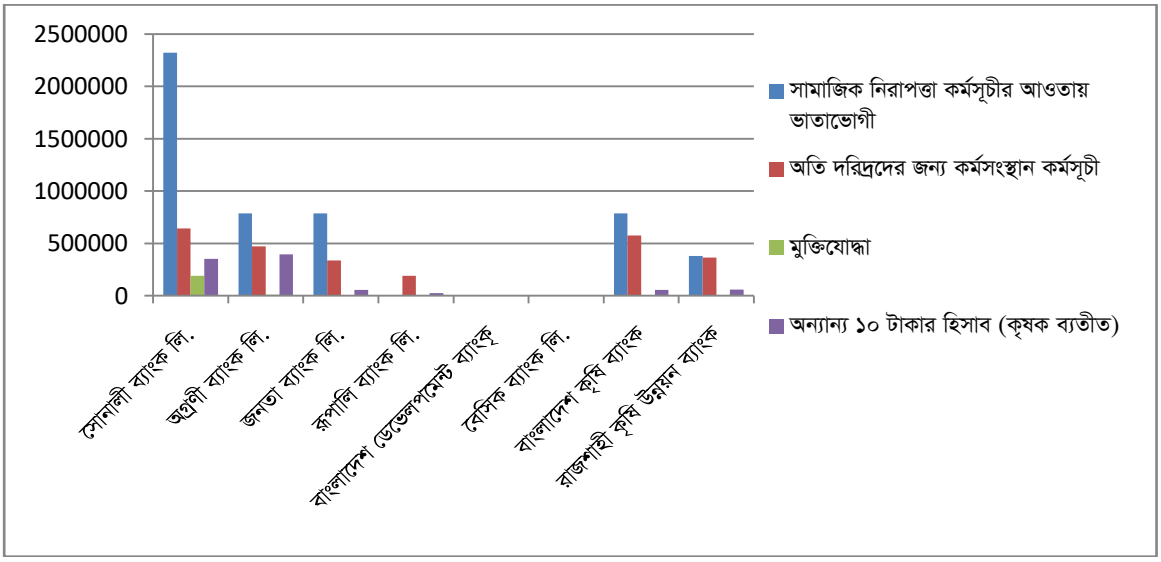

চিত্র: ৩- কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিভিন্ন খাতে ডিসেম্বর ২০১৮ ত্রৈমাসিকে ০৮টি ব্যাংকে খোলা মোট ব্যাংক হিসাব।

ছক-৪ এর তথ্য অনুসারে সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত উক্ত ৮টি ব্যাংকের মধ্যে ২০১৮ সালের ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত ১০ টাকা (কৃষকের হিসাব ব্যতীত), ৫০ টাকা ও ১০০ টাকায় খোলা মোট পুঞ্জীভূত হিসাবের ক্ষেত্রে শীর্ষে রয়েছে সোনালী ব্যাংক লি. (৩,৫০৭,২০৫ টি হিসাব)। এছাড়া উক্ত ব্যাংকে সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী হিসাব খাতে

সর্বোচ্চ ২,৩২১,৩১৯ টি হিসাব খোলা হয়েছে। আলোচ্য ত্রৈমাসিকান্তে অগ্রণী ব্যাংক লি. কৃষকের ১০ টাকার হিসাব ব্যতীত ১০,৫০ ও ১০০ টাকায় মোট ১,৬৬০,৭০৬ হিসাব খুলে দ্বিতীয় অবস্থানে রয়েছে। উল্লেখ্য, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লি. এবং বেসিক ব্যাংক লি. এর হিসাব সংখ্যা এই ৮টি ব্যাংকের মধ্যে সর্বনিম্ন।

সরকারি মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহে তিন ত্রৈমাসিকে কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য হিসাবের তুলনামূলক তথ্য নিম্নরূপ ঃ

ব্যাংকের নাম	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা	সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা
সোনালী ব্যাংক লি.	৩,৩৯৬,২১৫	৩,৪৬৯,৬৯৩	৩,৫০৭,২০৫
জনতা ব্যাংক লি.	১,১৬২,২৮৩	১,১৭১,৬২৬	১,১৭৭,১৭৬
অগ্রণী ব্যাংক লি.	১,৫৯৬,৬৪০	১,৬৩৭,১৩৬	১,৬৬০,৭০৬
রূপালী ব্যাংক লি.	২১৭,৪৬৫	২২০,৫৩৯	২১৮,৭৯২
বিডিবিএল	২,০৮৬	১,৩২৮	১,১২৬
বেসিক ব্যাংক লি.	৪,৯৭২	৫,৫৭০	৪,৩৩২
বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	১,১২৫,৪২৪	১,২৭৬,৯৫০	১,৪২০,০৫৬
রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	৭৪১,৪৮৫	৭৭৪,৭২০	৮০২,১৭০
মোট	৮,২৪৬,৫৭০	৮,৫৫৭,৫৬২	৮,৭৯১,৫৬৩

ছক- ৫: ১০ টাকায় খোলা কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য হিসাবের তিন ত্রৈমাসিকের তথ্য।

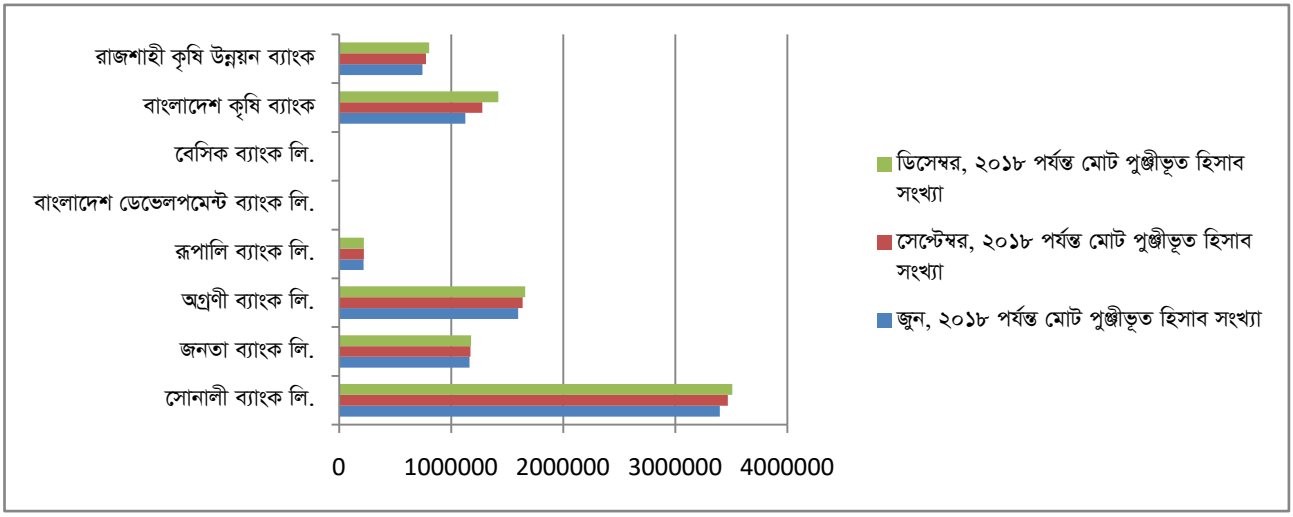

চিত্র: ৪- জুন ২০১৮, সেপ্টেম্বর ২০১৮ ও ডিসেম্বর ২০১৮ ত্রৈমাসিকে কৃষকের হিসাব ব্যতীত অন্যান্য বিশেষ সুবিধাযুক্ত হিসাব খোলায় রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংক ও বিশেষায়িত ব্যাংকসমূহের তুলনামূলক চিত্র।

হিসাবের নাম	জুন, ২০১৮ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা	সেপ্টেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা	ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত মোট পুঞ্জীভূত হিসাব সংখ্যা
কৃষক	৯,৩১৭,৫৫৭	৯,৯৬৫,৮৩৬	৯,৮৮৬,৮৪৭
সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগী	৪,৭০০,৪৬৬	৪,৯৫১,৮৮৩	৫,০৯২,৪৫৩
মুক্তিযোদ্ধা	২০১,২৫০	২০৩,৪৪১	২০৮,৭৩১
অন্যান্য হিসাব	৩,৬৬১,৮৪৫	৩,৭২৯,৩৭৬	৩,৮৩৫,৭১৭
মোট	১৭,৮৮১,১১৮	১৮,৮৫০,৫৩৬	১৯,০২৩,৭৪৮

ছক-৬: সকল ব্যাংকে কৃষকের ১০ টাকার হিসাবসহ খোলা অন্যান্য ১০, ৫০ ও ১০০ টাকার হিসাবের ত্রৈমাসিক অগ্রগতির তুলনামূলক তথ্য।

সার্বিক পর্যালোচনাঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জারিকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-৩ মোতাবেক ব্যাংকসমূহ হতে **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত বাংলাদেশে কার্যরত সকল তফসিলি ব্যাংকসমূহে আর্থিক অন্তর্ভুক্তি খাতে মোট পুঞ্জীভূত হিসাব খোলা হয়েছে ১৯,০২৩,৭৪৮ টি। এর মধ্যে কৃষকের খোলা হিসাব সংখ্যা ৯,৮৮৬,৮৪৭ টি।
- হিসাবগুলোতে জমার পরিমাণ মোট ১,৭৯২.৭৩ কোটি টাকা।
- মোট পুঞ্জীভূত হিসাবের ৫২% কৃষকের হিসাব যা খাতওয়ারি হিসাব সংখ্যার মধ্যে সর্বোচ্চ। সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় ভাতাভোগীর হিসাব ২৭% এবং অন্যান্য সকল ১০ , ৫০ ও ১০০ টাকায় খোলা হিসাব ২১%।
- সরকারি সহায়তার অংশ হিসেবে এবং দরিদ্র জনগোষ্ঠীর ব্যাংকিং সেবা প্রদানের উদ্দেশ্যে সরকার কর্তৃক বিভিন্ন প্রকল্প ভিত্তিক কর্মকান্ডে ভর্তুকী/অর্থ সহায়তা প্রদান করা হচ্ছে। সরকারি এসব ভর্তুকী/অর্থসহায়তা প্রাপ্ত হিসাবের মোট সংখ্যা ৪,৮৭৮,২১৩ টি এবং এসব হিসাবে জমার মোট পরিমাণ ৮৯৪.৭৭ কোটি টাকা।
- ১০ টাকার হিসাবসমূহের মধ্যে ৬৫,২১৭ টি হিসাবে বিভিন্ন খাতে উক্ত হিসাবধারীদের অনুকূলে ঋণ বিতরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ ব্যাংকের নিজস্ব তহবিল হতে গঠিত ২০০ কোটি টাকার পুন:অর্থায়ন স্কীমের আওতায় প্রদত্ত ঋণ এবং অন্যান্য ঋণ উল্লেখযোগ্য। এসকল হিসাবে বিতরণকৃত ঋণের পরিমাণ ৩২৯.৮৯ কোটি টাকা।
- ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিক পর্যন্ত ৩১,৬২৮ টি হিসাবে বৈদেশিক রেমিট্যান্স জমা হয়েছে এবং এসব হিসাবে জমার পরিমাণ প্রায় ১৩৭.৯৩ কোটি টাকা।

স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তি কার্যক্রমের অন্যতম একটি পদক্ষেপ হল স্কুল ব্যাংকিং। বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ১৮ বছরের কম বয়সের শিক্ষার্থীদের ব্যাংকিং সেবা ও আধুনিক ব্যাংকিং প্রযুক্তির সাথে পরিচিত করার পাশাপাশি সঞ্চয়ের অভ্যাস গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে এ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদেরকে দেশের আর্থিক সেবার আওতায় নিয়ে আসা হলো স্কুল ব্যাংকিংয়ের লক্ষ্য। স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্প্রসারণের লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ০২ নভেম্বর ২০১০ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার লেটার নং-১২ এর মাধ্যমে সর্বপ্রথম সকল তফসিলি ব্যাংককে নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ২৮ অক্টোবর ২০১৩ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-০৭ এর মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিংয়ের পূর্ণাঙ্গ নীতিমালা এবং ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-৩ এর মাধ্যমে নির্ধারিত ছকে স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের ত্রৈমাসিক প্রতিবেদন প্রেরণের নির্দেশনা জারী করা হয়েছে। সর্বশেষ ১৭ ডিসেম্বর ২০১৮ তারিখের এফআইডি সার্কুলার লেটার নং-০২ এর মাধ্যমে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবধারী যেসকল শিক্ষার্থীর বয়স ১৮ বছর অতিক্রান্ত হয়েছে তাদের হিসাব হিসাবধারীর সম্মতিক্রমে অতিসত্ত্বর সাধারণ সঞ্চয়ী হিসাবে রূপান্তর করার জন্য পরামর্শ দেওয়া হয়েছে ।

স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম জনপ্রিয় করার জন্য নীতিমালার আলোকে ব্যাংকগুলো ন্যূনতম ১০০ টাকা জমা গ্রহণের মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের ব্যাংক হিসাব খুলছে। এছাড়াও ব্যাংক হিসাবে আকর্ষণীয় মুনাফা প্রদান, সার্ভিস চার্জ গ্রহণ না করা, এটিএম/ডেবিট কার্ড প্রদানসহ বিভিন্ন বিশেষ সুবিধা প্রদান এবং স্কুল কেন্দ্রিক আর্থিক শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করার মাধ্যমে বিভিন্ন স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রমের প্রসার ঘটছে। **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** তারিখ পর্যন্ত সর্বমোট ১৮,১৮,৪১৩ টি স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খোলা হয়েছে। উক্ত হিসাবসমূহের বিপরীতে মোট জমা হয়েছে ১৫১০.৩২ কোটি (এক হাজার পাঁচশত দশ কোটি বত্রিশ লক্ষ) টাকা। বাংলাদেশে কার্যরত ৫৭টি তফসিলি ব্যাংকের মধ্যে **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** তারিখ পর্যন্ত মোট ৫৬ টি ব্যাংক স্কুল ব্যাংকিং কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের তুলনামূলক বিবরণ নিম্নে তুলে ধরা হলো:

	পল্লী শাখা		শহর শাখা		মোট
	ছাত্র	ছাত্রী	ছাত্র	ছাত্রী	
ব্যাংক হিসাব (সংখ্যা)	৩৭৯,৫৩৬	২৯৪,৬৩৪	৬৮৪,৯৫৬	৪৫৯,২৮৭	১,৮১৮,৪১৩
স্থিতি (কোটি টাকায়)	২১২.২০	১৬৮.২৩	৬৫৩.৪৮	৪৭৬.৪২	১৫১০.৩২

ছক-১: ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ ভিত্তিক স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় খোলা ব্যাংক হিসাবের বিস্তারিত তথ্য

- শহরাঞ্চল এবং গ্রামাঞ্চলের উপর ভিত্তি করে ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকের স্কুল ব্যাংকিং চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ

	গ্রামাঞ্চল		শহরাঞ্চল		মোট
	মোট	শতাংশ	মোট	শতাংশ	
ব্যাংক হিসাব (সংখ্যা)	৬৭৪,১৭০	৩৭.০৭%	১,১৪৪,২৪৩	৬২.৯৩%	১,৮১৮,৪১৩
স্থিতি (কোটি টাকায়)	৩৮০.৪৩	২৫.১৯%	১১২৯.৮৯	৭৪.৮১%	১,৫১০.৩২

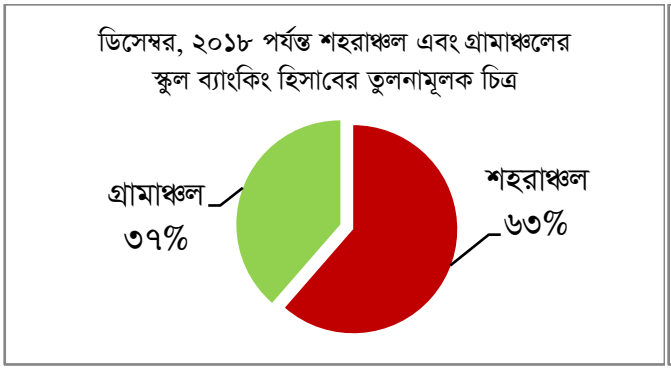

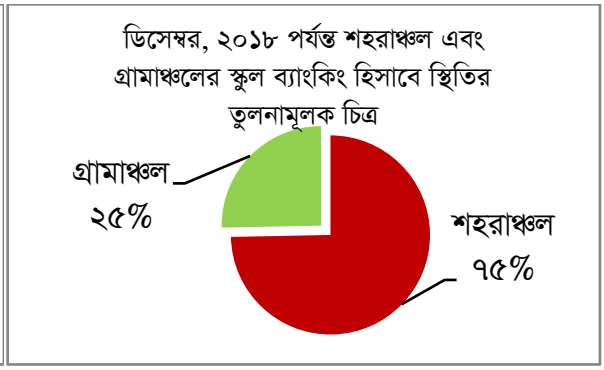

তথ্য পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, গ্রামাঞ্চলের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে খোলা স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের তুলনায় শহরাঞ্চলের ব্যাংক শাখার মাধ্যমে খোলা স্কুল ব্যাকিং হিসাবের সংখ্যা প্রায় ৬৯.৭৩% বেশী। ব্যাংকে জমার ক্ষেত্রে গ্রামাঞ্চলের তুলনায় শহরাঞ্চলের জমার পরিমাণ প্রায় ১৯৭% বেশী। অর্থাৎ শহরাঞ্চলের তুলনায় গ্রামাঞ্চলে স্কুল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে আর্থিক অন্তর্ভুক্তির হার কম।

- **ছাত্র এবং ছাত্রীর উপর ভিত্তি করে ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকের স্কুল ব্যাংকিং চিত্র নিম্নে উপস্থাপন করা হলোঃ**

	ছাত্র		ছাত্রী		মোট
	মোট	শতাংশ	মোট	শতাংশ	
ব্যাংক হিসাব (সংখ্যা)	১,০৬৪,৪৯২	৫৮.৫৪%	৭৫৩,৯২১	৪১.৪৬%	১,৮১৮,৪১৩
স্থিতি (কোটি টাকায়)	৮৬৫.৬৮	৫৭.৩২%	৬৪৪.৬৫	৪২.৬৮%	১৫১০.৩২

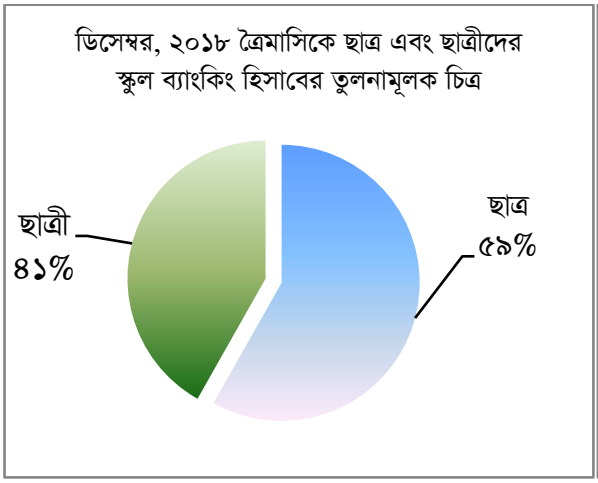

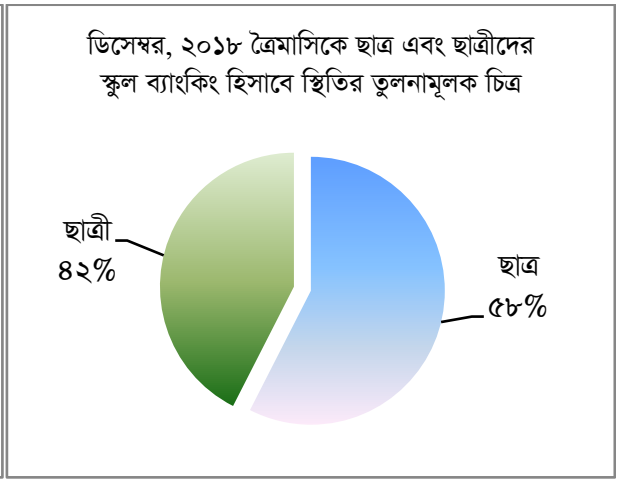

- **ব্যাংকের ধরণের উপর ভিত্তি করে বিগত চার ত্রৈমাসিকের ব্যাংক হিসাব খোলার তুলনামূলক চিত্র নিম্নে দেয়া হলোঃ**

ব্যাংকের ধরণ	হিসাব সংখ্যা				শেষ ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যার হ্রাস/বৃদ্ধি
	মার্চ, ২০১৮	জুন, ২০১৮	সেপ্টেম্বর, ২০১৮	ডিসেম্বর, ২০১৮	
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪,২৮,০৬৮	৪,৩৬,০০১	৪,৪৬,৪২৬	৪,৫৭,৩২০	২.৪৪%
বিশেষায়িত ব্যাংক	১,৩০,৫৪১	১,২৭,৯৫৭	১,২৯,৯০১	১,৩১,২২৭	১.০২%
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	৯,০০,৯৩৬	৯,৭৩,৬১৮	১০,৩১,৩৮৩	১২,২৭,৬০৯	১৯.০৪%
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	২,৩১৫	২,২৬০	২,২৫১	২,২৫৭	০.২৭%
সর্বমোট	১৪,৬১,৮৬০	১,৫৩৯,৮৩৬	১,৬০৯,৯৬১	১,৮১৮,৪১৩	১২.৯৫%

ছক-২: ৩১ মার্চ ২০১৮, ৩০ জুন ২০১৮, ৩০ সেপ্টেম্বর, ২০১৮ এবং ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ ভিত্তিক স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী তথ্য

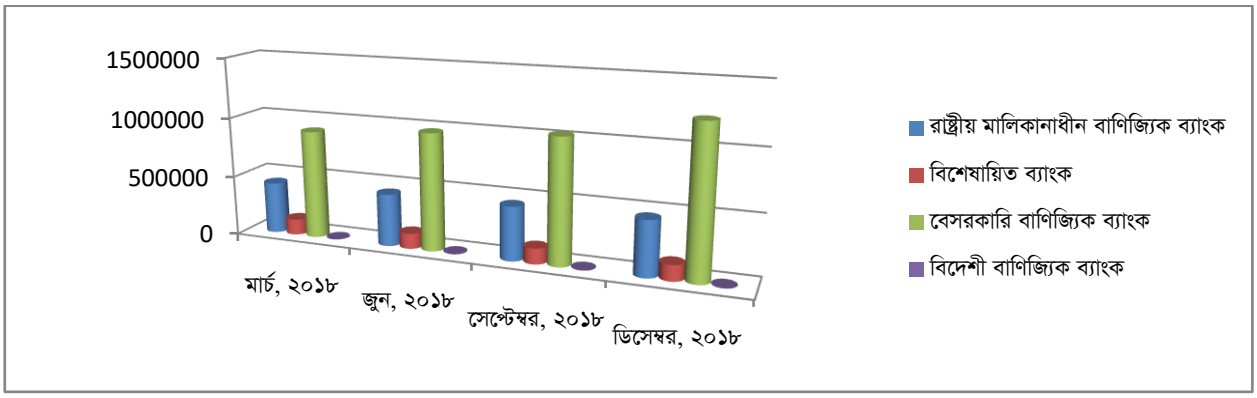

ছক-২ এর তথ্য অনুসারে স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় ৩১ মার্চ, ২০১৮ পর্যন্ত ৫৬টি ব্যাংকে খোলা মোট হিসাবের সংখ্যা ছিল প্রায় ১৪.৬১ লক্ষ। অন্যদিকে **৩১ ডিসেম্বর ২০১৮** তারিখ পর্যন্ত ৫৬ টি ব্যাংকে হিসাবের সংখ্যা ৩,৫৬,৫৫৩ টি বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়িয়েছে প্রায় ১৮.১৮ লক্ষ। ০৯ টি বিদেশী ব্যাংকের মধ্যে ০৮টি ব্যাংক (সিটিব্যাংক এন.এ. ব্যতীত) স্কুল ব্যাংকিং হিসাব পরিচালনা করছে। বিদেশী ব্যাংকগুলোয় খোলা স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা ২,২৫৭ টি যা সর্বনিম্ন।

- ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং হিসাব এবং স্থিতির সার্বিক চিত্রঃ

ব্যাংকের ধরণ	৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত			
	স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা	শতাংশ	ব্যাংক হিসাবে স্থিতি(কোটি টাকা)	শতাংশ
রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংক	৪,৫৭,৩২০	২৫.১৫%	১৯৭.৮২	১৩.১০%
বিশেষায়িত ব্যাংক	১,৩১,২২৭	৭.২২%	৩০.২৭	২.০০%
বেসরকারি বাণিজ্যিক ব্যাংক	১২,২৭,৬০৯	৬৭.৫১%	১২৬৮.৩১	৮৩.৯৮%
বিদেশী বাণিজ্যিক ব্যাংক	২,২৫৭	০.১২%	১৩.৯২	০.৯২%
সর্বমোট	১,৮১৮,৪১৩	১০০.০০%	১৫১০.৩২	১০০.০০%

ছক-৩: ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং হিসাব এবং স্থিতির সার্বিক চিত্র

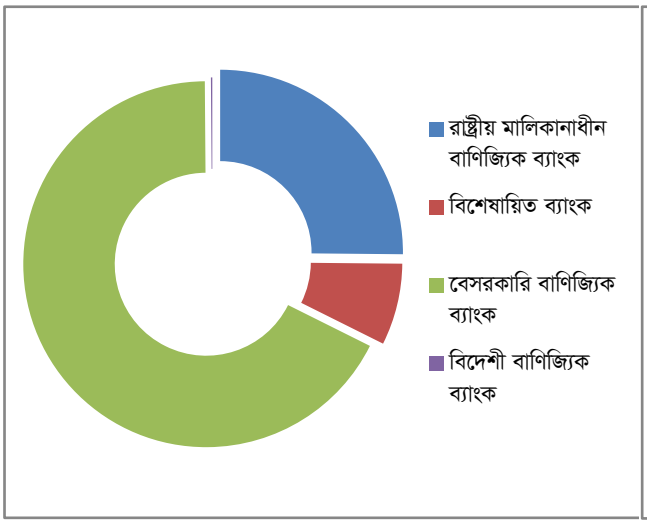

ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের চিত্র

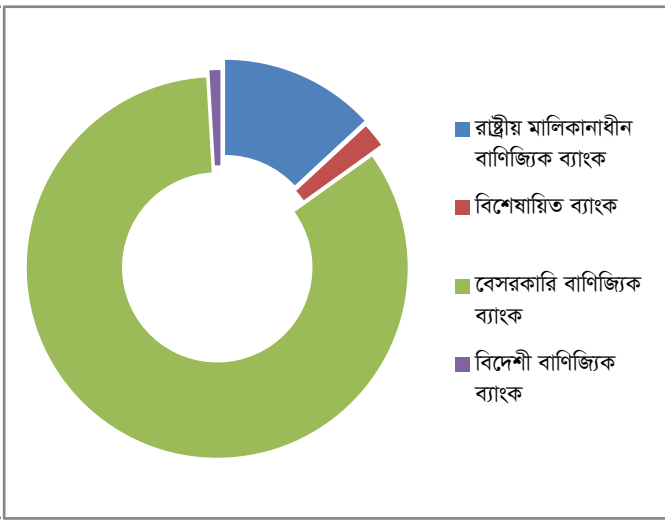

ব্যাংকের ধরণ অনুযায়ী স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে স্থিতির চিত্র

স্কুল ব্যাংকিং এর আওতায় **৩১ ডিসেম্বর ২০১৮** তারিখ পর্যন্ত বেসরকারী বাণিজ্যিক ব্যাংকে ১২,২৭,৬০৯টি (৬৭.৫১%) স্কুল ব্যাংকিং হিসাবে ১২৬৮.৩১ কোটি টাকা (৮৩.৯৮%) ব্যাংক স্থিতি ছিল। অর্থাৎ বেসরকারী ব্যাংক হিসাবসমূহে জমার পরিমাণ হিসাব সংখ্যার তুলনায় বেশী ছিল। অন্যদিকে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকসমূহে ৪,৫৭,৩২০ টি(২৫.১৫%) ব্যাংক হিসাবের বিপরীতে মোট স্থিতি ছিল ১৯৭.৮২ কোটি টাকা (১৩.১০%) ।

- স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা ও স্থিতিতে শীর্ষ ব্যাংক ঃ

শীর্ষ ০৫ ব্যাংকের হিসাব সংখ্যা			
ক্রম	ব্যাংকের নাম	হিসাব সংখ্যা	মোট হিসাবের শতকরা হার
১	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	৩,২৩,১৮৭	১৭.৭৭%
২	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	৩,০৭,৯৮৯	১৬.৯৪%
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	২,০৭,৮৭৩	১১.৪৩%
৪	রাজশাহী কৃষি উন্নয়ন ব্যাংক	১,০৭,১০২	৫.৮৯%
৫	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	৮৮,৭৪৭	৪.৮৮%

শীর্ষ ০৫ ব্যাংকের স্থিতি			
ক্রম	ব্যাংকের নাম	স্থিতি (কোটি টাকায়)	মোট স্থিতির শতকরা হার
১	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লি.	৪৫২.০৬	২৯.৯৩%
২	ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লি.	১৬১.৮২	১০.৭১%
৩	ইস্টার্ন ব্যাংক লি.	১২৬.০৭	৮.৩৫%
৪	ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক লি.	৮১.২০	৫.৩৮%
৫	রূপালী ব্যাংক লি.	৬৯.১৫	৪.৫৮%

ছক-৪: ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ভিত্তিক শীর্ষ পাঁচ ব্যাংকের হিসাব সংখ্যা ও হিসাবে স্থিতির তথ্য

স্কুল ব্যাংকিং হিসাবসমূহের সার্বিক মূল্যায়ন :

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ০৪ নভেম্বর ২০১৫ তারিখে জারিকৃত এফআইডি সার্কুলার লেটার নং ঃ ০২ মোতাবেক ব্যাংকসমূহ হতে **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- ডিসেম্বর, ২০১৭ ত্রৈমাসিকে ব্যাংক হিসাব সংখ্যা এবং স্থিতির পরিমান ছিল যথাক্রমে ১৪,৫৩,৯৩৬ টি এবং ১৩৬২.৯৬ কোটি টাকা এবং ডিসেম্বর, ২০১৮ ত্রৈমাসিকে হিসাব সংখ্যা ১,৮১৮,৪১৩ টি এবং এসব হিসাবে স্থিতির পরিমাণ ১৫১০.৩২ কোটি টাকা ।
- বিগত এক বছরে স্কুল ব্যাংকিং হিসাব সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে ৩,৬৪,৪৭৭ টি এবং এসব হিসাবে স্থিতির পরিমান বেড়েছে ১৪৭.৩৬ কোটি টাকা । অর্থাৎ বিগত এক বছরে হিসাব সংখ্যার প্রবৃদ্ধি ২৫.০৭% এবং স্থিতির প্রবৃদ্ধি ১০.৮১% ।
- সংখ্যা ও স্থিতির দিক থেকে বেসরকারী ব্যাংকের অবদান সবচেয়ে বেশী। বেসরকারী ব্যাংকসমূহ মোট ১২,২৭,৬০৯টি ব্যাংক হিসাব খুলেছে যা মোট স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের ৬৭.৫১% এবং এসব হিসাবের বিপরীতে ১২৬৮.৩১ কোটি টাকা আমানত সংগ্রহ করেছে যা স্কুল ব্যাংকিং হিসাবের মোট স্থিতির ৮৩.৯৮%।
- রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন বাণিজ্যিক ব্যাংকসমূহ ২৫.১৫% স্কুল ব্যাংকিং হিসাব খুললেও মোট স্থিতির মাত্র ১৩.১০% তারা সংগ্রহ করেছে।
- মোট হিসাবের ৩৭.০৭% গ্রামাঞ্চলে এবং ৬২.৯৩% শহরাঞ্চলে খোলা হয়েছে । গ্রামাঞ্চল ও শহরাঞ্চলে স্থিতির পরিমাণ মোট স্থিতির যথাক্রমে ২৫.১৯% এবং ৭৪.৮১% ।
- মোট হিসাবে ছাত্র ও ছাত্রীর অনুপাত প্রায় ৫৯ ঃ ৪১।
- ইসলামী ব্যাংক বাংলাদেশ লিমিটেড সর্বোচ্চ সংখ্যক অর্থাৎ ৩,২৩,১৮৭টি হিসাব খুলেছে যা মোট হিসাবের ১৭.৭৭%। ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিমিটেড স্থিতির ভিত্তিতে শীর্ষে অবস্থান করছে। তাদের সংগৃহীত আমানত প্রায় ৪৫২.০৬ কোটি টাকা যা মোট স্থিতির ২৯.৯৩%।

ব্যাংকসমূহে পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংকিং সেবা প্রদানের ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ভিত্তিক ত্রৈমাসিক অগ্রগতি প্রতিবেদন।

পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংকিং সেবার আওতায় এনে তাদের উপার্জিত অর্থের নিরাপদ সঞ্চয়ের সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে বাংলাদেশ ব্যাংক ০৯ মার্চ ২০১৪ তারিখের বিআরপিডি সার্কুলার নং-০৫ এর মাধ্যমে ব্যাংকসমূহকে নির্দেশনা প্রদান করে। পরবর্তীতে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখের জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-০৩ এর মাধ্যমে পথশিশু ও কর্মজীবি শিশু/কিশোরদের হিসাবসমূহে ত্রৈমাসিক ভিত্তিতে মোট জমা এবং উত্তোলনের বিবরণী সংশ্লিষ্ট ব্যাংক কর্তৃক প্রতি ত্রৈমাসিক শেষে পরবর্তী মাসের মধ্যে প্রেরণ করার নির্দেশনা প্রদান করা হয়। কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের নিয়ে কাজ করে এমন এনজিওর সম্পৃক্ততায় এ ধরণের ব্যাংক হিসাব খোলা হয়। অন্যান্য ১০ টাকার হিসাবের ন্যায় এসকল ব্যাংক হিসাব হতেও কোন সার্ভিস চার্জ গ্রহণ করা হয়না।

ব্যাংকসমূহ হতে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ ভিত্তিক পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু/কিশোরদের ব্যাংক হিসাবের হালনাগাদ তথ্য নিম্নের ছকে তুলে ধরা হলো:

ক্রম	ব্যাংকের নাম	এনজিওর নাম ও ঠিকানা	চলতি ত্রৈমাসিকে খোলা হিসাবের সংখ্যা	চলতি ত্রৈমাসিকে বন্ধ হওয়া হিসাবের সংখ্যা	মোট পুঞ্জিভূত হিসাব সংখ্যা	পুঞ্জিভূত স্থিতি (হাজার টাকায়)
১	সোনালী ব্যাংক লিমিটেড	উদ্দীপন, মোহনপুর, রাজশাহী	০	০	৪	৪
২	জনতা ব্যাংক লিমিটেড	ইবিসিআর প্রকল্প	০	০	১৫০	৭৫
৩	অগ্রণী ব্যাংক লিমিটেড	উদ্দীপন,শুনাগরী, বাঁশখালী, চট্টগ্রাম	০	০	৩৪১	৫৯.৭৩
৪	রূপালী ব্যাংক লিমিটেড	সোসাইটি ফর আনপ্রিভিলাইজড ফ্যামিলি, মাসাস, অপরাজেয় বাংলাদেশ	০	২	৯৭১	১০৫৫
৫	বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক লিমিটেড	ব্র্যাক, সদর, হবিগঞ্জ	০	০	১১৯	১৬
৬	বাংলাদেশ কৃষি ব্যাংক	উদ্দীপন, বাইপাস রোড, পিরোজপুর	০	১	১৬২	৩৯
৭	ব্যাংক এশিয়া লিমিটেড	অপরাজেয় বাংলাদেশ, ব্র্যাক, উদ্দীপন	০	০	১৯১	১৮০.৯
৮	মার্কেন্টাইল ব্যাংক লিমিটেড	অপরাজেয় বাংলাদেশ, এইড বাংলাদেশ, মানব সেবা সামাজিক উন্নয়ন সংস্থা ,	০	০	২৪৬	১১১.৩৪৯
৯	মিউচুয়াল ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	এএসডি	০	০	৪৩	১.১
১০	ন্যাশনাল ব্যাংক লিমিটেড	সিপিডি	০	০	১৯	১৩
১১	সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	বাংলার পাঠশালা, এসইএফ, ঘাসফুল	১৫	০	১১২৫	৮৭৮.৬৪১৮৬
১২	ওয়ান ব্যাংক লিমিটেড	সাজিদা ফাউন্ডেশন, প্রদীপন	০	০	২২৬	১৫৯.০১৮৪
১৩	পূবালী ব্যাংক লিমিটেড	ব্র্যাক, অপরাজেয় বাংলাদেশ, নারী মৈত্রী, উদ্দীপন	০	০	৫৪৪	৪০০
১৪	দি সিটি ব্যাংক লিমিটেড	প্রদীপন	০	০	১৫৪	২০০
১৫	ট্রাস্ট ব্যাংক লিমিটেড	মাসাস	০	০	২৮০	১০০
১৬	আল-আরাফাহ্ ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড	এএসডি, উদ্দীপন	০	০	৭৫	৫১.৩৭
১৭	উত্তরা ব্যাংক লিমিটেড	পরিবর্তন	০	১	৭৫	৫.৫
১৮	প্রাইম ব্যাংক লিঃ	ব্র্যাক, খুলনা	০	২০	৬০	২
১৯	ডাচ্-বাংলা ব্যাংক লিঃ	এডুকেশন এন্ড ডেভেলপমেন্ট ফাউন্ডেশন(মোহাম্মদপুর)	০	০	২০	৪.২৬৮৬৮
	সর্বমোট	১৫টি	১৫	২৪	৪,৭৮৫	৩৩৫৫.৮৭৭৯৪

সার্বিক পর্যালোচনাঃ

বাংলাদেশ ব্যাংক হতে ০৯ এপ্রিল ২০১৫ তারিখে জারিকৃত জিবিসিএসআরডি সার্কুলার নং-৩ মোতাবেক ব্যাংকসমূহ হতে **৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮** পর্যন্ত প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য বিষয়সমূহ নিম্নরূপ:

- ৩১ ডিসেম্বর, ২০১৮ পর্যন্ত তালিকায় বর্ণিত ১৯টি ব্যাংক ১৫টি NGO (মাসাস, সাফ, উদ্দীপন, অপরাজেয় বাংলাদেশ, ব্র্যাক, নারী মৈত্রী, সিপিডি, প্রদীপন, সাজিদা ফাউন্ডেশন, এএসডি, বাংলার পাঠশালা, ইবিসিআর প্রকল্প, ঘাসফুল, এডুকেশন এন্ড ডেভলপমেন্ট ফাউন্ডেশন ও পরিবর্তন) এর সহায়তায় পথশিশু ও কর্মজীবী শিশু-কিশোরদের মোট ৪,৭৮৫ টি হিসাব খুলেছে।
- পূর্ববর্তী ত্রৈমাসিকে এ হিসাবের সংখ্যা ছিল ৪,৭৯৪টি। অর্থাৎ বিগত ত্রৈমাসিকে মোট ৯টি হিসাব বন্ধ হয়েছে।
- কর্মজীবি শিশু কিশোরদের খোলা ব্যাংক হিসাবে মোট স্থিতির পরিমাণ প্রায় ৩৩.৫৫ লক্ষ (তেত্রিশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা।
- ৩১ ডিসেম্বর ২০১৮ পর্যন্ত রূপালী ব্যাংক লি. ৯৭১ টি হিসাবের বিপরীতে ১০.৫৫ লক্ষ (দশ লক্ষ পঞ্চান্ন হাজার) টাকা জমা করে স্থিতির ভিত্তিতে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।
- সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লি. ১১২৫ টি হিসাব খুলেছে এবং এই হিসাবগুলোতে প্রায় ৮.৭৮ লক্ষ (আট লক্ষ আটাত্তর হাজার) টাকা জমা করে মোট হিসাব সংখ্যার ভিত্তিতে শীর্ষ অবস্থানে রয়েছে।